তমলুকের অলস্টার ক্লাবের পুজো উদ্বোধনে মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সার্ভিস রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা মন্ত্রী শুভেন্দু'র দেহরক্ষীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এক দেহরক্ষী। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে। শুভব্রত চক্রবর্তী নামের পুলিশের এই আমর্ড ফোর্সের জওয়ানকে গুরুতর আহত অবস্থায় কাঁথি হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, তাঁর মাথায় গুলি লেগেছে। শুভব্রত বাবুর বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল থানার সরবেড়িয়া গ্রামে। এই ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা তা নিয়ে পুলিশ খোঁজ খবর শুরু করেছে। তাঁর সহকর্মীদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক অশান্তির জেরে অবসাদে ভুগছিলেন শুভব্রত। তাঁর জামার পকেট থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে। মহিষাদলের বাসিন্দা শুভব্রত চক্রবর্তী মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ির কাছেই অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যারাকে থাকতেন। জানা গেছে, শনিবার সকালে ব্যারকের মধ্যেই নিজের সার্ভিস রিভালবার থেকে নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে নেন এই পুলিশের জওয়ান।

শুভব্রত তাঁর এলাকায় বাপি নামে পরিচিত। তাঁর বাড়ি সংলগ্ন লোকেদের দাবি, মহিষাদল রাজ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শুভব্রত অত্যন্ত মিষ্টকে। এলাকায় তাঁর যথেষ্ট পরিচিত রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়েই শুভব্রতর স্ত্রী সহ পরিবারের অন্যান্য লোকেরা কাঁথিতে ছুটে আসেন। এই পুলিশ কর্মীর দুটি নাবালিকা কন্যা আছে বলে জানা গেছে, এছাড়াও তাঁর বাবা, মা, দাদা, বৌদি এবং এক ভাইপো আছে। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পুলিশ সুপার ভি সলেমন নিশাকুমার জানিয়েছেন, বিগত সাত বছর ধরে শুভেন্দু অধিকারীর দেহরক্ষীর কাজে নিযুক্ত আছেন এই আর্মড পুলিশের জওয়ান। জানিয়েছেন, শনিবার থেকে কাজে ছুটি নিয়েছিলেন শুভব্রত। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপার বলেন, বেশ কিছুদিন থেকে এই পুলিশ কর্মী অবসাদে ভুগছিলেন বলে তাঁর সহ কর্মীরা জানিয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে সম্ভবত সেই কারণেই আত্মহত্যার চেষ্টা। যদিও শুভব্রতবাবুর অবসাদের কথা মানতে রাজী নন তাঁর পরিবারের লোকেরা। এই পুলিশ কর্মীর জ্যাঠতুতো দাদা তথা মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তিলক চক্রবর্তীর দাবি, তাঁর ভাইয়ের মধ্যে কোন অবসাদ ছিল না। ফলে ঘটনাটা আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু তাই নিয়ে জল্পনা দানা বেঁধেছে। খবর পেয়ে তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী ও রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে গিয়ে শুভব্রতের চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। জানা গেছে কাঁথিতে অবস্থার অবনতি হওয়ায় এই পুলিশ কর্মীকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হচ্ছে।

পুজোর ছুটির আনন্দে ক্লাসরুমে চটুল নাচ ভাইরাল, নিন্দার ঝড় সর্বত্র

সঞ্জীব আচার্য, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা থানার ঝাটুলাল হাইস্কুলের ক্লাস ঘরের মধ্যেই মোবাইলে গান চালিয়ে চলল ছাত্রদের চটুল নাচ। অভিযোগ, নাচের সাথে চলে অশ্লীল শব্দের ফুলঝুরিও। এর আগে উত্তরবঙ্গের একটি স্কুলের মধ্যে শিক্ষিকাদের বিদায়ালয়ে নাচের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যাওয়ায় বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবার স্কুলের মধ্যেই ছাত্রদের এমন নাচ ও অশ্লীল ভাষায় ব্যবহারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শহর জুড়ে নিন্দার ঝড় বইতে শুরু করেছে। ঘটনার পরে নড়েচড়ে বসেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তারা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। ঘটার বিবরণ, শুক্রবার শারদ উৎসবের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের পুজোর ছুটি পড়ে। অভিযোগ অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয়ের একটি ফাঁকা ক্লাস ঘরের মধ্যে মোবাইলে চটুল গান চালিয়ে নাচতে থাকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির কয়েকজন ছাত্র। আরও অভিযোগ, সেই নাচের দৃশ্য সাথে নিজেদের মধ্যে অশ্লীল ভাষায় খিস্তি খেউড়ও করে কথা বলে এই ছাত্ররা। আর এই সমস্ত অনুষ্ঠানটিই লাইভ করা হয় ফেসবুকে। ফলে বিদ্যালয়ের বাইরে এগরা শহর সহ অন্যান্য প্রান্তের মানুষেরা সরাসরি এই ধরনের নিন্দনীয় ঘটনার স্বাক্ষী থাকেন। ছাত্রদের এই ধরনের নিন্দনীয় আচরণের ঘটনায় বিদ্যালয়ের প্রকাশ কুসুম দাস নামের এক শিক্ষিকাকেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় ভিডিওতে। ফলে এই ঘটনাকে ঘিরে আরও বেশি করে শোরগোল পড়েছে এগরায়। যদিও অভিযুক্ত শিক্ষক প্রকাশ কুসুম দাশের দাবি, তিনি মাঝে সেই রুমের কাছে গেলেও নাচ কিংবা অশ্লীল ভাষায় খিস্তি খেউড়ের বিষয়টা তাঁর জানা নেই। এদিকে শহর জুড়ে ঘটনাটিকে ঘিরে নিন্দার ঝড় বইতে শুরু করতে ফেসবুক থেকে ভিডিওটা ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে ঝাটুলাল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অমৃত মহাপাত্র জানিয়েছেন, তিনি কয়েকজন অভিভাবক ও এলাকার মানুষের থেকে ঘটনাটা জানতে পেরেছেন। বলেন, এই ঘটনায় জড়িত বেশির ভাগ ছাত্র একাদশ শ্রেণির বলে প্রাথমিক ভাবে তাঁরা জেনেছেন। অমৃত মহাপাত্র জানিয়েছেন, ভিডিওটি সংগ্রহ করা হয়েছে। সমস্তটা খতিয়ে দেখার পরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জানিয়েছেন, ছাত্রদের সাথে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগেরও তদন্ত হবে।

ঘোষ বাড়ির পুজো আজও প্রাচীন রীতি মেনেই চলছে

প্রসূন ব্যানার্জী, কোলাঘাট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বেশকিছু প্রাচীন দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হল কোলাঘাটের বাড়বড়িশা গ্রামের ঘোষ বাড়ির পুজো। যদিও এই পরিবার দাবি করে পুজোর সূচনা হয়েছে প্রায় ৬০০ বছর আগে। তবুও পরিবারসূত্রে থেকে প্রাপ্ত নথি প্রমাণ করছে এই পুজো ৪৫০ বছর অতিক্রম করেছে। ঘোষ পরিবারের এক সদস্য নিতাই চন্দ্র ঘোষ জানান, এই পুজোর সূচনা হয়েছিল ৯০৪ বঙ্গাব্দে। তবে সেই প্রমান দেওয়ার মতো নথি এই মুহূর্তে নেই। তবে যতটুকু প্রমান পাওয়া গেছে, তাতে করে এই পুজোর বয়স ৪৫০ অতিক্রম করেছে। যা কোলাঘাট এলাকায় সবথেকে প্রাচীন পুজো। তবে এই পুজো একই নিয়মে চলে আসছে। প্রতিমা এক মোড়ের মধ্যেই হয়। ডাকের গহনার সুসজ্জিতা হন দেবী। মহালয়ার দিন থেকে চন্ডিমন্ডপে চন্ডীপাঠ শুরু হয়। তবে পুজোতে সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত দুটি করে বলি দেওয়ার রীতি

রয়েছে। দশমীতে ঘোষপরিবারের বধূরা একত্রিত হয়ে সিঁদুর খেলায় মাতেন। এছাড়াও দশমীতে সবাইকে নিয়ে প্রীতিভোজের ব্যবস্থাও থাকে। ঘোষ পরিবারের এক সদস্যা কাকলি ঘোষ জানান, এই পুজোর দিনটির জন্য আমরা সারাবছর অপেক্ষা করে থাকি। কারণ, এই সময় ঘোষ পরিবারের যারা দেশ বিদেশে থাকেন তাঁরা এই কয়েকদিনের জন্য বাড়িতে আসেন। সবার সাথে দেখা, হৈহুল্লোড়ে মেতে ওঠেন পরিবারের সদস্যরা। এই মন্ডপ ছেড়ে কেউ আর অন্য মন্ডপে ঠাকুর দেখার সময়ই পাননা। এই পুজো শুধু বাড়বড়িশা গ্রামের মানুষ শুধু আসেন না, প্রতিমা দেখতে ভিড় জমান এলাকার বহু মানুষ। বিভিন্ন প্রাচীন রীতিনীতি ও নিষ্ঠাভাবেই পুজো হয়ে থাকে দেবীর। তাই এখন সাজোসাজো রব বাড়বড়িশা ঘোষ পরিবারে।

পুজো কমিটির উদ্যোগে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহরের দিঘা সার্বজনীন দুর্গা ও লক্ষ্মী পুজো কমিটির উদ্যোগে শনিবার শারদোৎসব উপলক্ষ্যে রক্তদান ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয় শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই বছর ৭৩ তম বর্ষে পড়ল দিঘা সার্বজনীন দুর্গা ও লক্ষ্মী পুজো কমিটির পুজো। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক ও রামনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুশান্ত পাত্র বলেন, দশজন পথচিক-সহ মোট ৯০ জন রক্ত দেন। ৭০ জনের রক্ত পরীক্ষা করে গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। সব রক্তদাতাকে সবুজ বাঁচাতে চারাগাছ দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, রক্তের প্রয়োজনে এলাকার অনেককেই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। সে জন্যই আমাদের সংস্থার তরফে এই রক্ত আয়োজন। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা এইরকম সামাজিক শিবিরের আয়োজন করে চলেছি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আয়োজক সংস্থার সভাপতি পার্থসখা জানা, পদিমা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান উত্তম দাস, সহ সম্পাদক দীপঙ্কর সুঁই, পদিমা-২ অঞ্চল যুব তৃণমূল সভাপতি শান্তনু কুণ্ডু, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুরেশ পাত্র, অন্যতম সদস্য শীর্ষেন্দু বিকাশ কুণ্ডু, প্রদীপ জানা, ওন্ড দিঘা তৃণমূল পরিবহণ ইউনিয়নের সম্পাদক ফাল্গুনী জানা, মাণিক জানা প্রমুখ।

কবিতা পাঠের আসর

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'যদি জানতে' আয়োজিত অখন্ড মেদিনীপুরের সাহিত্য চর্চা বিষয়ক আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হল খেজুরির কলাগেছিয়া প্রগতি পরিষদ পাঠাগার গৃহে। বিশেষ আলোচক হিসাবে ছিলেন শিক্ষক ও গবেষক মন্মথ দাস। পর্যালোচনায় ছিলেন ড. প্রবাল কান্তি হাজরা, স্বপন কুমার মন্ডল, পার্থসারথী দাস, রণজিৎ দাস প্রমুখ। শারদীয়া পত্রিকা 'যদি জানতে' প্রকাশিত হয়। ৩১ জন কবি কবিতা পাঠ করেন এবং আগমণি সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন অরিন্দম মাইতি ও দুর্গা দাস, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক জয়দেব মাইতি।

কোলা ইউনিয়ন হাইস্কুলে নানান কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ পুজোর ছুটির আগে নানা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল কোলা ইউনিয়ন হাইস্কুলে। শুক্রবার বিদ্যালয়ে একদিকে যেমন অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া নির্ধারণ শিবির তেমনি এদিনই উদ্বোধন হল বিদ্যাসাগর ও নেতাজী মূর্তির। পাশাপাশি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল ছাত্র-ছাত্রীদের অতি প্রিয় আনন্দ মেলা। মুখ কালো করে ধেয়ে আসা তিতলিকে উপেক্ষা করেই অনুষ্ঠিত হল সব কর্মসূচি। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া রোগ নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি সেমিনার লায়ন ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কোলাঘাট শাখার সভাপতি টেটিন সারেঙ্গি, সম্পাদক রাজু কুণ্ডু, ও জোনাল চেয়ারপার্সন অশোক মন্ডল ও তাপস পাত্র। সেমিনারের পরেই হল রক্ত পরীক্ষা। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিল। সেমিনার শেষ হতেই শুরু হয় আনন্দমেলার। মেলার ধারণাটা আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশ্বনাথ মাইতি হাত ধরে শুরু হয়েছিল। ছেলে-মেয়েরা বাড়ি থেকে নানান খাবার, রকমারি পণ্যসামগ্রী বই ইত্যাদি নিয়ে এসে মেলায় বিক্রি করে। উদ্বৃত্ত অর্থ প্রতি বছরই দুস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার কাজে ব্যয় করা হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হল না। শুধু বাধ সাধল আবহাওয়া। এই উপলক্ষ্যে এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। এবারে এই সম্মান প্রদানের সামন্তর হাতে তুলে দেন প্রধান শিক্ষক বিপ্লব ভট্টাচার্য। মেলা চলাকালীন বিদ্যাসাগর ও নেতাজী মূর্তির উন্মেচন করলেন যথাক্রমে ডি. আই পূর্ব মেদিনীপুর আমিনুল আহসান ও কোলাঘাট ব্লকের বি.ডি.ও তপনকান্তি হাজরা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ইব্রাহিম আলি, ব্লক সহ সভাপতি রাজু কুণ্ডু, পরিচালক সমিতির সভাপতি সন্দীপ রায়চৌধুরী, এ.আই.ও ব্লক এস.আই.ও অন্যান্য গুণীজনেরা। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুজন বেরা জানান, কয়েকদিন আগেই বিদ্যালয়ের উদ্যোগে জেলা স্বাস্থ্য দফতর ও মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্রের সহযোগীতায় ডেঙ্গু সচেতনতা মূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ত্রাণ বিলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ বুধবার রাতে তিতলির ঝড়ের প্রভাবে রামনগর-১ ব্লকের তালগাছাড়ি-১ এবং তালগাছাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সমুদ্র ঘেঁষা বহু গ্রামে জল ঢুকেছে। অনেক কাঁচা বাড়ি পড়ে গিয়েছে। বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙেছে। পাশাপাশি চাষের জমিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্লক প্রশাসনেরও দাবি, ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সরজমিনে পরিদর্শনে যান খোদ বিডিও আশীষ কুমার রায়। সঙ্গে ছিলেন রামনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী শম্পা মহাপাত্র, সহ সভাপতি নিতাই চরণ সার। ব্লক প্রশাসনের তরফে তাজপুরের কাছে সাইক্লোন সেন্টারে গ্রামবাসীদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়। তবে ঝোড় হাওয়া বা জলোচ্ছ্বাস, কোনওটাই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কিন্তু খানিকটা হলেও বিপর্যয় ঘটেছে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, রামনগর-১ ব্লক এলাকায় বসবাসকারী ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষদের ডিএম কিট দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। এদিন ব্লকের কয়েকটি গৃহহীন দরিদ্র পরিবারের হাতে ডিএম কিট তুলে দেন বিডিও আশীষ কুমার রায়। সঙ্গে ছিলেন ব্লকের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক অভিজিৎ জানা। রামনগর-১ এর বিডিও আশীষ কুমার রায় বলেন, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক কর্তব্য। ডিএম কিট দেওয়া হয়েছে। তারই মধ্যে সাধারণ মানুষের নূন্যতম প্রয়োজনের সবকিছু জিনিসপত্র রয়েছে।

ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ২৫০ খানা ত্রিপল দিয়েছি। তিনি আরও বলেন, ব্লক অফিসে ২৪ ঘন্টাই কন্ট্রোল রুম খোলা রয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরও প্রস্তুত রয়েছে। যেখানে যা প্রয়োজন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

খেজুরিতে বিদুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু দু'জনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ খেজুরি ও মারিশদাতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দুইজনের। খেজুরিতে টুলু পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃত গৃহবধূর নাম ধনী প্রধান (২৮)। বাড়ি খেজুরি থানার দেখালি গ্রামে। জানা গেছে, শনিবার সকালে বাড়িতে টুলু পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়। এরপর পরিবারের লোকেরা উদ্ধার করে স্থানীয় একটি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসক গৃহবধূকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে মারিশদা থানার রানিওরা গ্রামের এক যুবক বিদ্যুৎপৃষ্ট হন বাগ্রা। ঘটনার পর ওই যুবককে উদ্ধার করে কাঁথি হাসপাতালে নিয়ে আসে। এরপর যুবকের মৃত্যু হয়।

তিতলির রোষে নন্দীগ্রাম, ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়ি

অনিমেষ বেরা, নন্দীগ্রাম ঃ ঘূর্ণিঝড় তিতলি দুর্বল হয়ে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হলেও, তার রোষ থেকে বাঁচতে পারল না নন্দীগ্রাম। শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের ঠাকুরচক, সিদ্ধেশ্বরবাজার, বিক্রমাক্ষ এলাকা দিয়ে বয়ে যায় ঘূর্ণিঝড় তিতলি। মাত্র দেড় থেকে দুই মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। আর তাতেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কয়েকটি বাড়ি, পান বরোজ। ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে এলাকার কয়েকটা বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে, ছিঁড়ে পড়েছে তার। ভেঙেছে কয়েকটি গাছও। জানা গেছে, নন্দীগ্রাম ২নং ব্লকের খোদামবাড়ি ১ ও খোদামবাড়ি ২ পঞ্চায়েতের কিছু অংশে তিতলির প্রভাব পড়ে। ঠাকুরচক গ্রামের বাসিন্দা গৃহবধূ ঝর্ণা দে জানিয়েছেন, সন্ধ্যার দিকে আচমকা শোঁ শোঁ শব্দ শুনে চমকে যাই। ঝর্ণাদেবী জানিয়েছেন, কিছু বুঝে ওঠার আগেই কয়েকটি গাছের ডাল উড়ে এসে পড়ে ঘরের ছাদে। নড়তে থাকে ছাদের চালা। জানিয়েছেন, সামান্যক্ষণের মধ্যে অবশ্য বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে ছুটে ঘরের বাইরে এসে দেখি সমস্ত এলাকা লন্ড ভন্ড হয়ে গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। তবে চারটি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কয়েকটির আংশিক ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও কয়েকটা পানের বরোজের ক্ষতি হয়েছে তিতলির প্রভাবে।

১৫০ বছর ধরে চলছে দুর্গা ও মগজুন পীরের সম্প্রীতির পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর ঃ সপ্তমী থেকে দশমী এই চারদিন ধরে দেবী দুর্গা আর মগজুন পীর সাহেব বিগত প্রায় ১০০-১৫০ বছর ধরে এক সাথে পুজো পান। এলাকার উন্নতি আর এখানকার বাসিন্দাদের শুভ কামনায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ২নং ব্লকের মথুরা পঞ্চায়েতের বাল্যগোবিন্দপুরের রায় চৌধুরী পরিবারে দীর্ঘ বছর ধরে বহমান এই রীতি। আগের মতো জমিদার বাড়ির পুজোয় সেই জাঁকজমক না থাকলেও, বর্তমান প্রজন্মের মানুষেরা সম্প্রীতির এই রীতি আজও সমানভাবে মেনে চলেন। তবে শুধু পুজার চারটা দিন নয়। সারা বছর ধরেই হিন্দু বাড়িতে দেবতা জ্ঞানে পুজো পান মগজুন পীর সাহেব। প্রায় ৫০০ বছর আগে প্রতিবেশী ওড়িশা থেকে অমর্বিতে এসেছিলেন অমর সিং দাস মহাপাত্র। তখন অবশ্য এই এলাকার নাম অন্য ছিল। কথিত আছে পরে অমর সিং এর নামেই এলাকার নাম হয় অমর্বি। তেমন করে সিং দাস মহাপাত্র পদবী বাদ গিয়ে ইংরেজদের দেওয়া রায় চৌধুরী উপাধি এই পরিবারের পদবীতে পরিণত হয়। জানা গেছে, প্রতিবছর পটাশপুরের এই এলাকা বন্যায় ভাসতো বলে প্রজাদের মঙ্গল চেয়ে প্রায় ৫০০ বছর আগে দেবী দুর্গার আরাধনা শুরু করেছিলেন অমর সিং দাস মহাপাত্র। এই পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সদস্য প্রাক্তন শিক্ষক যুগোল কিশোর রায় চৌধুরী জানিয়েছেন, আগে মহলয়া থেকে পুজোর ঘট উঠত। ষষ্ঠী থেকে বসত নহবত। জানিয়েছেন, প্রজারা মহালয়া থেকেই আসত পুজো দেখতে। তাঁদের জন্যে প্রায় প্রতিদিন ভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকত। তবে সেই সবই এখন ইতিহাস। জামিদারিও নেই। জমিদার বাড়ির সদস্য বিকাশ রায় চৌধুরী, বিজয় কৃষ্ণ রায় চৌধুরীরা জানিয়েছেন, কোন রকমে পুজোর আয়োজন করা হয়। তবে আর্থিক দুরাবস্থার কারণে কিছু রীতি বাদ গেলেও, কিছু রীতি আজও সমানভাবে মেনে চলা হয় বলে জানিয়েছেন তাঁরা। জানিয়েছেন, এখনও সপ্তমীর দিন থেকে টানা চারদিন নাম সংকীর্তনের আসর বসে। অষ্টমীর দিন কুমারী পুজো ও দশমীর দিন অপরাজিতা পুজো হয়। নবমীর দিন প্রসাদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। সেই সাথে রীতি মেনে দেবী দুর্গার পুজোর সাথে সাথে পুজো করা হয় মগজুন পীর সাহেবকেও। রায় চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এই রীতি অবশ্য ১০০-১৫০ বছরের পুরানো। জানা গেছে, ১০০-১৫০ বছর আগে নিজের ধর্মের প্রচারে অমর্বি এসেছিলেন মগজুন পীর সাহেব। উঠেছিলেন জমিদার বাড়িতেই। কিছুদিন থাকার পর তিনি চলে যান। তবে যাওয়ার আগে এলাকার ও রায়চৌধুরীদের প্রজাদের মঙ্গলে জমিদার বাড়ির চৌহদ্দির এক কোনে লাগিয়ে গিয়ে ছিলেন একটা গাছ। সেই গাছকেই তার পর থেকে দেবতা জ্ঞানে পুজা করেন বাল্যগোবিন্দপুরের জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারে সদস্যরা। সারা বছরের অন্যান্য দিনের মতো পুজার দিন গুলোতেও একই সাথে পুজা করা হয় এই পীর সাহেবের। জমিদার বাড়ির সদস্যা লক্ষ্মীরাণী রায় চৌধুরী, রিনা রায় চৌধুরীরা জানিয়েছেন, এমন গাছ এই এলাকায় তার একটাও কোথাও চোখে পড়েনি তাঁদের। গাছের আকার বট গাছের মতো। আর পাতাগুলো অশ্বত্থ গাছের আদলে। এঁরা জানিয়েছেন, দেবীকে ভোগ নিবেদনের সময় জমিদার বাড়ির কোন না কোন সদস্য বা সদস্যা গাছের নীচে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে, ধূপ জ্বালিয়ে মগজুন পীর সাহেবের উদ্দেশ্যে ভোগ দিয়ে আসেন। এলাকার সকল মানুষের মঙ্গল করার জন্যে আবেদন জানান পীর সাহেবের কাছে।